দৈনিক ইনকিলাব

25 JUN 2007

মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স নিয়ে দুই কর্তৃপক্ষের ঠাণ্ডা লড়াই

৭৭টি ইনস্টিটিউটের ১০ হাজার শিক্ষার্থী-অভিভাবক বিপাকে

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে চলছে ঠাণ্ডা লড়াই। সারাদেশের ৭৭টি ইনস্টিটিউটের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পড়েছে বিপাকে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ কোর্সটি তাদের এখতিয়ারাধীন বলে দাবী করলেও কারিগরি বোর্ড বলছে তারা কোন মেডিকেল শিক্ষা দিচ্ছে না। তারা শুধু মেডিকেলের কারিগরি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছে এবং এটা কারিগরি বিষয় বলে সম্পূর্ণভাবে কারিগরি বোর্ডের অধীন। জানা যায়, কারিগরি বোর্ডের অধীন পরিচালিত ডিপ্লোমা কোর্সটিকে অবৈধ ঘোষণা করে বন্ধ করে দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। শুধু তাই নয় তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কোন ছাত্রকে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে নিষেধ করেছেন। একইভাবে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মতে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন কোর্স পরিচালনা করার অধিকার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নেই। জাতীয় সংসদে পাসকৃত স্টেট মেডিকেল এক্ট অনুযায়ী মেডিকেল শিক্ষা পরিচালনা করবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এদিকে পৃঃ৮ঃকঃ২

মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বলছে, তারা তাদের কোর্সের আইনের মধ্যে থেকেই এ কোর্সটি চালুর অনুমতি দিয়েছে। এটা বন্ধ করার অধিকার কারো নেই। কারণ মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সটি কোন মেডিকেল শিক্ষা নয়, এটি একটি প্রযুক্তি শিক্ষা। এখানে চিকিৎসা মুখ্য নয় প্রযুক্তিই মুখ্য। এ শিক্ষাটি চিকিৎসককে সহায়তা করে মাত্র। এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে কেউ চিকিৎসা পেশায় জড়িত হয় না। এখানে সবই যন্ত্রনির্ভর শিক্ষা।

জানা যায়, ১৯৬৭ সালের ১নং সংসদীয় আইন অনুযায়ী তদানীন্তন ইষ্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল এডুকেশন এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর অনুচ্ছেদ ২(ডি)(আই) এবং ১৮(১) এবং (২) অনুযায়ী দেশে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি/এফিলিয়েশন, পরিচালনা, মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের বৈধ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এছাড়া এ্যাক্টের সেকশন ৪৪-এর মধ্যে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে- যে কোন কারিগরি শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত থাকবে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (বামি)-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এ বাতেন ইনকিলাবকে জানান, মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সটি কোনভাবেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নয়। আর এ কোর্স পরিচালনা করার জন্য বিএমডিসির অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কারণ বিএমডিসির আইনে কোথাও উল্লেখ নেই যে, মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স চালু করলে তাদের অনুমতি নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ডিগ্রীধারী ডাক্তার ও ডেন্টিস্টদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পেশাগত রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১৯৮০ সালে প্রণীত বিএমডিসি রুল-এর ৩১ ধারা প্রযোজ্য। উক্ত ধারায় মেডিকেল টেকনোলজি শিক্ষা, পেশাগত রেজিস্ট্রেশনের উল্লেখ নেই। তদুপরি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিএমডিসি-এর উক্ত ধারার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে কারিগরি বোর্ডের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অবৈধ বলে প্রচার করছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (বামি)-এর সেক্রেটারী জেনারেল এম আকরাম হোসেন জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অন্যের বৈধ-অবৈধ নিয়ে মাথা ঘামায় অথচ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, তার নিজস্ব কোন রুলস এবং গ্রহণযোগ্য জনবল ছাড়াই মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স পরিচালনা করছে। উক্ত অনুষদে রয়েছে একজন উচ্চমান সহকারী ও কয়েকজন অফিস সহকারী। এই অনুষদে কোন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইন্সপেক্টরের মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নেই। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৮ এবং ২০০৫ সালে মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এইচএসসি সমমান করার জন্য রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। কিন্তু কোর্সটির মান যথাযথ না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অদ্যাবধি স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে এ কোর্সের শিক্ষার্থীরা দেশে বা বিদেশে উচ্চতর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। ফলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স পাসের পর একজন শিক্ষার্থীর জীবন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এরকম একজন ভুক্তভোগীর খবর দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল গত ২৪ জানুয়ারী। রিপোর্টটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ পরিচালিত মেডিকেল টেকনোলজি ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস করা আরেফিন হাওলাদারের জীবন কাহিনী সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে। সে এসএসসি পাস করার পর তিন বছরমেয়াদী এ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সে কোন ভাল চাকরি পায়নি। এমনকি তার তিন বছর স্টাডি গ্যাপের কারণে কোন কলেজে এবং এইচএসসির মান না থাকার কারণে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হতে পারেনি।

অপরদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ২/৩/৪ বছরের সকল ডিপ্লোমা কোর্সই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চতর শিক্ষাজীবন উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যে কোর্সটি পরিচালনা করে সেটাকে এখনও এইচএসসি সমমানই দেয়া হয়নি। তাছাড়া তাদের পরিচালিত কোর্সের সার্টিফিকেট বিদেশেও গ্রহণযোগ্যতা নেই। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকা এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেও দক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিষ্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আর এসব দেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট চায়। আর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার একজন মেডিকেল মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট প্রায় আড়াইহাজার ডলার বেতন পেয়ে থাকে। এর ফলে ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়।